অস্ট্রেলিয়ান বিগ ব্যাশ লিগে ব্রিসবেন হিটকে (৯১) ৫৬ রানে হারাল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্স (১৪৭/৭)।

মাঠে - ময়দানে

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগে গোল শূন্য ড্র করল সেন্ট্রাল কোস্ট মেরিনার্স ও ওয়েলিংটন ফিনিক্স।

ভারতীয় পেসাররাই সিরিজ জমিয়ে দেবে, মনে করছেন জ্যাক কালিস

কেপটাউন, ৩১ ডিসেম্বর: ভারতীয় পেসাররাই জমিয়ে দেবেন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ। এমনই মনে করছেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস। টিম কোহেলির পেস-ব্রিগেডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে কালিস বলেছেন, উমেশ-শামিরা দক্ষিণ আফ্রিকার পরিবেশে বল করতে নিশ্চয় মুখিয়ে থাকবে।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনটি টেস্ট, ছটি একদিন এবং তিনটি টি ২০ম্যাচ খেলবে ভারত। কেপটাউনে আগামী ৫ জানুয়ারি শুরু হচ্ছে সিরিজের প্রথম টেস্ট। দক্ষিণ আফ্রিকায় এর আগে কখনও কোনও টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। যদিও কালিস মনে করেন, এবার ভারতীয় পেস আক্রমণ সিরিজকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। কালিস বলেছেন, ওদের বোলিং লাইনআপটা দারুণ প্রতিভাশালী। এখনকার যা পরিবেশ তাতে ভারতের থেকে একটু বেশি সাহায্য পাবে পেসাররা। তাই ভারতীয় পেস আক্রমণ কতটা বিপজ্জনক হয়, তা দেখাটা আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। এটা একটা হাড্ডাহাড্ডি সিরিজ হতে চলেছে বলেও মন্তব্য করেছেন কালিস। একইসঙ্গে কালিস বলেছেন, ভারতীয় পেসারদের দ্রুত পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হবে। এটা একেবারেই আলাদা পরিবেশ। এই পবিবেশে খেলতে ওরা অভ্যস্ত নয়। সঠিক জায়গায় বল ফেললে তবেই ওরা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে একটা সময় ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহেলির সঙ্গে খেলতেন কালিস। প্রাক্তন সব খেলোয়াড়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কালিস। তিনি বলেছেন, মোটিভেশনটা ঠিক

থাকলে আগামী দিনে অনেক কৃতিত্ব অর্জন করে ফেলবেন কোহলিরা। তাঁর কথায়, কোহলি বিশ্বমানের প্লেয়ার হয়ে উঠেছেন। ফলাফলই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ও দুর্দান্ত প্লেয়ার। আরসিবি-তে থাকার সময় বুঝেছে পেরেছিলাম যে,ওর প্রতিভা রয়েছে। কোহলি যে একদিন ভালো খেলোয়াড় হয়ে উঠবেন, তা তাঁর টেকনিক ও টেম্পারমেন্ট থেকেই বোঝা গিয়েছিল।

কাঁধের চোট সারিয়ে এক বছর পর প্রোটিয়া শিবিরে ফিরে এসেছেন অভিজ্ঞ পেসার ডেল স্টেইন। প্রথম টেস্টে প্রথম একাদশে ঢোকার লড়াইয়ে ভালোমতোই রয়েছেন টেইন। টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের রেকর্ড রয়েছে শন পোলকের। সেই রেকর্ড থেকে মাত্র চার উইকেট দূরে স্টেইন। কালিস বলেছেন, পোলকের রেকর্ড ভাঙতে পারলে তা হবে দারুণ একটা কৃতিত্ব। বেশ কিছু বছর ধরে বিশ্বমানের পারফর্মার স্টেইন। তিনি এ ধরনের রেকর্ডের যোগ্য দাবিদার বলেও মনে করেন কালিস

বছর শেষে অ্যারোজকে 'গুডবাই' ধীরজের

স্টাফ রিপোর্টার: 'ড্রিম কাম ট্রু।' শুক্রবার শতাব্দী প্রাচীন ক্লাব মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতে ঠিক এটাই বলেছিলেন অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপার ধীরজ সিং। ড্রিম ম্যাচের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ব্লু জার্সি তুলে রাখলেন ধীরজ। আরও বড় ড্রিমকে তাড়া করে অ্যারোজকে গুডবাই জানালেন বছর শেষে।

নতুন বছরে স্কটল্যান্ডের প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব মাদারওয়েলে খেলতে দেখা যাবে তাকে। অক্টোবরে ভারতের মাটিতে হওয়া যুব বিশ্বকাপে তেকাঠির নিচে সাফল্য পান মণিপুরের ফুটবলার। ভারত গ্রুপ পর্বের তিম ম্যাচে নয় গোল হজম করলেও তেকাঠির নিচে ধীরজের পারফরম্যান্সে ছিল চোখ ধাঁধানো। বিশ্বকাপের সময় বিদেশ থেকে ভারতে আসা রিক্রুটারদের নজর ছিল তাই ধীরজের দিকে। মাদারওয়েল ছাড়াও মেজর লিগ সকারের টরোন্টো এফসি, প্রিমিয়র লিগের ওয়েস্টহ্যামের পক্ষ থেকেও অফার পেয়েছিলেন ধীরজ। অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ শেষ হতেই বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে খেলার অফার পান তরুণ গোলকিপার। ভারতের বিভিন্ন ক্লাবে খেলারও সুযোগ আসে। তবে দেশের নয়, বিশ্বের সেরা কোনও ক্লাবে ধীরজ সুযোগ পেলেই তাকে রিলিজ করবে বলে সিদ্ধান্ত নেয় ফেডারেশন।

সেই মতো বিশ্বকাপ শেষ হতে অনূর্ধ্ব-১৭'র অন্য ফুটবলাররা যখন ফেডারেশনের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি চুক্তিতে সই করে, তখন চুক্তির মেয়াদ বাড়াননি ধীরজ। ৩১ ডিসেম্বরই পর্যন্ত তিনি ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। বছর শেষের আগের দিনই তাই দলের সকলকে গুডবাই জানালেন ধীরজ।

ইন্ডিয়ান অ্যারোজের জার্সিতে বাগানের বিরুদ্ধে ২৯ তারিখের ম্যাচটাই যে ধীরজের শেষ ম্যাচ হতে চলেছে, সেটা অবশ্য জানতেন না অ্যারোজ কোচ মাতোস। শনিবার অ্যারোজ দল যখন কলকাতা ছাড়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, তখন হঠাৎ করেই দলকে গুডবাই জানিয়ে আগামী দিনে ভাল খেলার জন্য শুভেচ্ছা জানায় ধীরজ। এরপর অ্যারোজ দল দিল্লির উদ্দেশে রওনা দিলে হোটেল ছেড়ে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠে ধীরজ। নতুন বছরে স্কটল্যান্ডের ক্লাবের হয়ে টানা এক বছর সিনিয়র দলের সঙ্গে অনুশীলনের সুযোগ পাবেন ভারতীয় গোলকিপার। এরপর মাদারওয়েল কর্তৃপক্ষের যদি তাকে পছন্দ হয়, সেক্ষেত্রে পরের মরশুমে ক্লাবের সিনিয়র দলে খেলতে দেখা যাবে ধীরজকে।

ভারতীয় ফুটবলে এই মুহূর্তে শোরগোল ফেলে দেওয়া ফুটবলার অবশ্য মনে করছেন এক বছরের ট্রায়াল শেষে সিনিয়র দলে সুযোগ না পেলেও বিদেশের মাটিতে উন্নত মানের পরিকাঠামো তাকে গোলকিপার হিসাবে আরও উন্নত করবে।

আইজলের জয়

কোচি, ৩১ ডিসেম্বর: **আই লিগের ম্যাচে গোকুলাম এফসিকে ২-০ গোলে হারাল গতবারের চ্যাম্পিয়ন আইজল এফসি। প্রথমার্ধের শেষ মিনিটে ড্যানিয়েল আডোর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় পাহাড়ের দলটি। ৫২ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আন্দ্রেই লোনেস্কু। পাঁচ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে আপাতত ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে আইজল।**

বিমান বিভ্রাটের মুখে ইস্টবেঙ্গল
অ্যারোজ ম্যাচের আগে প্রবল চাপে কোচ খালিদ

ইম্ফল, ৩১ ডিসেম্বর: টানা আটবার ঘরোয়া লিগ জিতলেও সেই ঝলকানি নেই লাল-হলুদে। ১৪ বছরের খরা। আই লিগ নেই। কত কোচ এল। তবু আই লিগ এলো না। ফিলিপ ডি রাইডার থেকে কার্লোস আলবার্তো পেরেইরা, ট্রেভর জেমস মর্গ্যান থেকে আর্মান্দো কোলাসো কোচের পর কোচ এসেছেন কিন্তু আই লিগ ঢোকেনি লেসলি ক্লডিয়াস সরণির তাঁবুতে। এই চোদ্দ বছরের মধ্যে অন্তত বার সাতেক প্রায় হাতের কাছ থেকে ফস্কে গিয়েছে আই লিগ। কিন্তু সমর্থকদের প্রবল চাপ এবার। তা টের পাচ্ছেন কর্তারাও।

ইম্ফল বিমান বন্দরে অপেক্ষারত লাল-হলুদ ফুটবলাররা।

সেই চাপের কাছে কিছুটা মাথা ঝুঁকিয়েই খালিদকে নিয়ে এসেছিলেন লাল-হলুদ কর্তারা। ফুটবল মহলের মতে অনেকদিন পর দেখা গিয়েছে টিম গঠনে বিদেশি নির্বাচনের দায়িত্ব এ বার কর্তারা নিজেদের হাত থেকে ছেড়ে কোচকে স্বাধীনভাবে করতে দিয়েছিলেন। মূলত খালিদের পছন্দেই প্লাজাকে কলকাতা লিগের পরও আই লিগে রেখে দিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। চেন্নাইয়ের বাতিল স্ট্রাইকার চার্লসকে লাল-হলুদ জার্সি পরানো হয়েছে তারও একমাত্র কারণ নাকি গতবার আই লিগ জয়ী কোচ।

শনিবারের নেরোকা ম্যাচ ড্র করার পরই কর্তাদের চাপ আসতে শুরু করেছে খালিদের উপর। ফেডারেশনের ট্রান্সফার উইন্ডো খুললেই চার্লস বিদায় হবে এই দেওয়াল লিখন স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে আগেই। কিন্তু এর মধ্যেও ইস্টবেঙ্গলকে খেলতে আরও কয়েকটি ম্যাচ। পরপর দুটো ম্যাচ বাইরে। ম্যাচ শেষে ইম্ফলের হোটেলে ফেরার পরই কলকাতা থেকে এক শীর্ষ কর্তা ফোনে যোগাযোগ করেন খালিদের সঙ্গে। খানিকটা পরামর্শের সুরেই খালিদকে বলা হয় চার্লসেপ বদলে সুরাবুদ্দিনের কথা ভাবতে। এবং উদাহরণ দিয়ে সেই কর্তা গোকুলাম ম্যাচে শেষ দিকে মাঠে নেমে সুরাবরে খেলার উদাগরণ দিয়েই গোটা ব্যাপারটা বলেন কোচকে।

রবিবার সকালেই ইম্ফল থেকে দিল্লি যেত লাল-হলুদ। কিন্তু কুয়াশার কারণে পিছিয়ে যায় বিমানের সময়। ফলে দীর্ঘক্ষণ বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করতে হল ফুটবলারদের। ২ জানুয়ারি প্রতিপক্ষ ইন্ডিয়ান অ্যারোজ। তারপর ৮ তারিখ গোয়ার মাঠে লাল-হলুদকে লাল-হলুদকে খেলতে হবে চার্চিলের বিরুদ্ধে। লাল-হলুদের একটি অংশের মতে খালিদ এবার চ্যাম্পিয়নশিপের যে ম্যাজিক ফিগার আন্দাজ করে এগোচ্ছেন তাতে তাঁর টার্গেট ছিল এই তিন অ্যাওয়ে ম্যাচ থেকে ৭ পয়েন্ট তুলে আনা। শনিবার মুখের সামনে থেকে বেরিয়ে গিয়েছে ৩ পয়েন্ট। মাঠ ছাড়তে হয়েছে ১ পয়েন্ট নিয়েই। সুতরাং খালিদের গোপন অঙ্ক খাতা অনুযায়ী পরের দুটো ম্যাচ জিততেই হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে প্লাজার হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট। যদিও তা খুব একটা গুরুতর নয় বলেই মনে করছে টিম ম্যানেজমেন্ট। গার্সিয়াও বলেছেন, অ্যারোজ ম্যাচ শুরু থেকেই খেলবেন প্লাজা। গোকুলাম ম্যাচ ছাড়া সব ম্যাচে গোল হজম করেছে ইস্টবেঙ্গল। অন্যদিকে ১৪ গোল করলেও টিমের স্ট্রাইকারদের পা থেকে এসেছে মাত্র ৩টি গোল। ফলে লিগ টেবলের উপরে থাকলে চিন্তা যাচ্ছে না ইস্টবেঙ্গলের।

সমর্থকদের সমালোচনা নিয়ে ভাবছেন না বাগান কোচ সঞ্জয়

স্টাফ রিপোর্টার: ব্যর্থতা কি চাপে ফেলে দিচ্ছে সঞ্জয় সেনকে? জয় না এলে ফুটবলারদের সমালোচনা শুরু করেছেন কেন বাগান কোচ? আগে তো কখনও এরকম করেননি। তবে ফুটবলারদের ওপর দোষারোপ করায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন বাগান কোচ।

ফুটবলাররা যেমন কোচের উপর বিরক্ত, তেমনি ক্রমশ আস্থা হারাচ্ছেন সদস্য সমর্থকরা। যতই তাঁর সমালোচনা হোক, ফুটবলারদের ভুল প্রকাশ্যে বলতে ছাড়বেন না সঞ্জয় সেন। ফুটবলারদের দোষারোপ করা প্রসঙ্গে সঞ্জয় সেন বলেন, 'আমি সব সময় স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি। ফুটবলাররা যদি ভুল করে, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই। তাতে যদি আমার সমালোচনা হয়, হোক। তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না।' ইন্ডিয়ান অ্যারোজের সঙ্গে ড্র করার পর প্রকাশ্যে কাঠগড়ায় তুলেছিলেন গোলকিপার শিল্টন পালকে। অন্য ফুটবলারদেরও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। প্রকাশ্যে সমালোচনা করায় ফুটবলাররাও অসন্তুষ্ট। টানা তিন ম্যাচ ড্র করলেও হতাশার কিছু দেখছেন না বাগান কোচ। ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যাপারে তিনি আশাবাদী। চেন্নাই সিটি এফসি'র বিরুদ্ধে নতুনভাবে শুরু করতে চান সঞ্জয় সেন। নেরোকার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট নষ্ট করাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি বলেন, 'কে কী পয়েন্ট নষ্ট করল, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমাদের জিততে হবে।' এক, দুই, তিন। পর পর তিনটি ম্যাচ ড্র। আবার তিনটিই ঘরের মাঠে। শেষটা আবার নিজেদের উঠোনে। আর এতেই ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের। বিদেশিহীন, দশজনের অ্যারোজের বিরুদ্ধে ড্র করতে বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় মোহন তাঁবুতে। মূল টার্গেট কোচ সঞ্জয় সেন। 'গো ব্যাক' স্লোগান চলে খেলা শেষের পর বেশ কিছুক্ষণ। ইতিমধ্যেই মোহন সমর্থকদের একটা অংশ সোশ্যাল মিডিয়ায় কোচকে ট্রোল করা শুরু করে দিয়েছেন। যেখানে ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে 'ড্রঞ্জয়' সেন। যদিও মোহন কর্তারা এখনই কোচকে সরানোর কথা মুখে বলছেন না। কিন্তু মোহন তাঁবুতে কান পাতালেই শোনা যাচ্ছে তিনটি নাম। কেই বলছেন এই পরিস্থিতিতে টিমের হাল একমাত্র ধরতে পারেন সুব্রত ভট্টাচার্য। আবার এক আধা কর্তা শনিবার লনে বসে বসে বললেন, 'করিম একমাত্র লোক যে এই টিমের হাল ফিরিয়ে দিতে পারে।' হাওড়ার এক প্রবীণ কর্মকর্তারা কথায় 'বুবুনকেই (সত্যজিৎ চ্যাটার্জী) দায়িত্ব দেওয়া উচিত। ও সারাক্ষণ টিমের সঙ্গে থাকে।'

জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে মোহনবাগানের একজিকিউটিভ কমিটির সভা। তার আগে ২ এবং ৭ তারিখে রয়েছে বাগানের ম্যাচ। মনে করা হচ্ছে ওই দুই ম্যাচের উপরই নির্ভর করছে সঞ্জয় সেনের চাকরি।

নতুন টিটি অ্যাকাডেমি গড়ছেন পৌলমীরা

স্টাফ রিপোর্টার: **টেবল টেনিস থেকে পেয়েছেন অনেক কিছু। যশ, সম্মান, অর্থ। এবার টেবল টেনিসকে ফিরিয়ে দেওয়ার পালা। সেই লক্ষ্যেই অ্যাকাডেমি খুলতে চলেছেন পৌলমী ঘটক ও সৌম্যদীপ রায়। জানা গেছে, ভারতীয় টেবল টেনিসের এই সফল জুটির অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হবে আগামী ৩ জানুয়ারি। হাজির থাকার কথা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। যাদবপুরে অ্যাকাডেমি গড়তে চলেছেন পৌলমী ও সৌম্যদীপ। আপাতত ৯টি বোর্ড নিয়ে তাদের অ্যাকাডেমি পথ চলা শুরু করবে। এখনও টেবল টেনিস থেকে অবসর নেননি পৌলমী ও সৌম্যদীপ। সামনেই জাতীয় প্রতিযোগিতা। সেই লক্ষ্যেই নিজেরা প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। তার সঙ্গেও অ্যাকাডেমির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। নিজেরা শেখানোর পাশাপাশি কোচও রাখবেন। ভবিষ্যতে এই অ্যাকাডেমিকে আবাসিক অ্যাকাডেমিতে পরিণত করার পরিকল্পনা রয়েছে। তবে মূল সমস্যা আর্থিক। এই মুহূর্তে কোনও স্পনসর নেই। পৌলমী বলেন, 'আমাদের এই অ্যাকাডেমিকে ভবিষ্যতে আবাসিকে পরিণত করতে চাই। কিন্তু আমাদের মূল সমস্যা স্পনসর। কোনও স্পনসর যদি এগিয়ে আসে, তাহলে আবাসিক অ্যাকাডেমি করব। নতুন প্রতিভা তুলে নিয়ে আসার লক্ষ্যেই অ্যাকাডেমি গড়তে চলেছি।'**

স্পনসরের অভাব, বন্ধ হতে চলেছে কলকাতা ক্লাসিক

স্টাফ রিপোর্টার: পরের মরশুমে বন্ধ হতে পারে কলকাতা ক্লাসিক গল্ফ ট্যুর ইভেন্ট। স্পনসরের অভাবেই এবার সংকটের মুখে এই টুর্নামেন্ট। গত দু'বছর কলকাতা গল্ফ কোর্স ময়দানে দেশের বার্ষিক টুর্নামেন্ট হয়। আগামী মরশুমে এই টুর্নামেন্টের কোনও স্পনসর পাওয়া যায়নি। তাই বন্ধ হতে চলেছে এই টুর্নামেন্ট। ম্যাকলিওড রাসেল ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল রাউন্ড ছিল। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রফেশনাল গল্ফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ান (পিজিটিআই) বিশেষ আধিকারিক উত্তম সিং মান্ডি বলেন, 'এবার স্পনসরের অভাবে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন সম্ভব নয়। স্পনসরের উপরে টুর্নামেন্ট দাঁড়িয়ে থাকে।' মাত্র দু'বছর চলার পরই বন্ধ হয়ে গেল টুর্নামেন্ট। এই ইভেন্ট আয়োজনের বাজেট ৪০ লাখ টাকা। ২০১৬ সালে ক্লাসিক গল্ফ ট্যুর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন শুভঙ্কর শর্মা। এই বছরের চ্যাম্পিয়ন শামিম খান। কিন্তু তৃতীয় বছরের আগে চরম সংকটের মুখে কলকাতা ক্লাসিক। শুধু এই টুর্নামেন্ট নয়। বন্ধ হতে পারে ম্যাকলিওড রাসেল ট্যুর চ্যাম্পিয়নশিপও। রবিবার ফাইনাল রাউন্ডের শেষ হওয়ার পর, ম্যাকলিওড রাসেলের সঙ্গেও তিন বছরের চুক্তি শেষ হল পিজিটিআইয়ের।

২০১৭ সালের সেরা বোলার হাসান আলি

করাচি, ৩১ ডিসেম্বর: ২০১৭-এর শুরুতে ওয়ান ডে বোলারদের তালিকায় ছিলেন ৮৬ নম্বরে, আর বছর শেষে পাকিস্তানের হাসান আলি এখন এক নম্বরে। এই উত্থানকে অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হবে। ২০১৭ সালটা সত্যিই ক্রিকেট বিশ্ব পেল এক নতুন তারকা। ২০১৬ আগস্টে ডেবিউ, বছর ঘুরতে না ঘুরতেই শিরোনামে উঠে আসেন অখ্যাত হাসান আলি। কেরিয়ারের প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্টের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে হাসান এখন পাক ক্রিকেটে প্রতিষ্ঠিত তারকা ক্রিকেটার। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে চোখ ধাঁধানো সাফল্যেই ক্রিকেট বিশ্বে নতুন করে তাঁর পরিচিতি তৈরি করে দেয়। ভারতের বিরুদ্ধে বার্মিংহ্যামে মিনি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচটা হাসানের কাছে ছিল দুঃস্বপ্ন। কোহলি-রোহিদের মারকাটারি ব্যাটিংয়ের সামনে দিশেহারা হয়ে দশ ওভারে ৭০ রান খরচ করে বসেছিলেন হাসান। সাফল্য বলতে মাত্র একটা উইকেটে। ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মে সেই ম্যাচে ভারতের কাছে পাকিস্তান হারে ১২৪ রানে। সেই হার থেকেই ঘুরে দাঁড়ানো। পরের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে একাই শুইয়ে দিলেন হাসান। ২৪ রান দিয়ে ডুপ্লেসিস, ডুমিনি আর পার্নেলকে তুলে নিয়ে প্রোটিয়াদের থামিয়ে দেন ২১৯ রানে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ডাক ওয়ার্থ লুইস নিয়মে পাকিস্তান যেতে ১৯ রানে। এরপর গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কা আর সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধেও জ্বলে ওঠেন তরুণ বোলার। 'ডার্ক হর্স' হাসানের কাঁধে ভর করে ফাইনালের টিকিট পায় পাকিস্তান। দু'টি ম্যাচেই তিনটি করে উইকেট পেয়েছিলেন এই ডানহাতি। ফাইনালে ফের বিস্ফোরণ। মহম্মদ আমিরের সঙ্গে তিনটি করে উইকেট ভাগ করে নেন হাসান আলি। স্কোর বোর্ড ৩৩৮ রান তুলে ভারতকে ১৫৮ তে থামিয়ে দেয় আমির-হাসান জুটি। ভারতকে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জেতে পাকিস্তান। পাঁচ ম্যাচে ১৩ উইকেট নেওয়ার সুবাদে টুর্নামেন্ট সেরার মুকুট উঠেছিল হাসানের মাথায়। ২০১৭ মরশুমে ৪৫টি উইকেট পকেট পুড়েছেন এই বোলার।

আইএসএলের ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ৩-১ গোলে হারাল বেঙ্গালুরু এফসি। সুনীলের পেনাল্টি ও মিকুর জোড়া গোলে জয় নিশ্চিত করেছিল কেরালা। শেষদিকে পেকুসনের গোলে ব্যবধান কমায় কেরালা।

যতদিন যাচ্ছে, নিজেকে অন্য উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাচ্ছেন পাওলো দায়বালা। তাঁর জোড়া গোলে ভর করে সিরি এ'র ম্যাচে হেলাস ভেরোনাকে ৩-১ গোলে হারাল জুভেন্টাস। তুরিনের দলটির হয়ে প্রথম গোলটি করেন মাতুইদি। মার্টিনের গোলে সমতা ফিরিয়েছিল ভেরোনা। এরপরই জোড়া গোল দায়বালার।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকেপ্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকেমুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা